ফুলের ব্যথা

পৌষ, ১৩২৯

ফুলের ব্যথা

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

কলিকাতা, ৪৯এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট
বিচিত্রা প্রেস লিমিটেড্
হইতে
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন গুপ্তের দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দাম এক টাকা

ভূমিকা

—:0:—

আমার যে কবিতাগুলো প্রবাসী, ভারতী প্রভৃতি নানা মাসিকের পাতায় এতদিন ধরে' ছড়িয়ে পড়েছিল তারি গুটি-কত কুড়িয়ে নিয়ে 'ফুলের ব্যথা' গড়ে' উঠ্ল। এদের সঙ্গে দু'চারটে নূতন অপ্রকাশিত কবিতাও অবশ্য জুড়ে' দেওয়া হয়েছে। কবিতাগুলো বাছ্বার ভার নিয়েছিলেন সাহিত্য-ক্ষেত্রে সকলের সুপরিচিত শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, বার-এ্যাট-ল। আগাগোড়া সবগুলো কবিতা পড়ে' তিনি এই বাছাই করে' দিয়েছেন। তাঁর মত জহুরীর কষ্টি-পাথরের স্পর্শ লাভ কর্বার সুযোগ যে এরা পেয়েছে এইটেই আমি আশাতিরিক্ত সৌভাগ্য বলে' মনে করি। প্রচ্ছদ-পটের ছবিখানির পরিকল্পনা আমার বন্ধু, বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের। এঁদের দু'জনার কাছে আমার যে ঋণ, শুষ্ক ধন্যবাদের ঝুলি ঝেড়ে তা আমি শেষ করে' দিতে চাইনে—তা চিরদিন আমাকে এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ করে' রাখ্বে।

৩৫

ভূমিকা

এঁরা ছাড়া আরো চা'র জনের কাছে এই বই প্রকাশ নিয়ে আমি ঋণের ভার বাড়িয়েছি। তাঁদের একজন আমার বাল্য-বন্ধু শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ সিংহ, একজন "বিচিত্রা প্রেসের" ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন গুপ্ত এবং বাকী দু'জন আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান রমেশচন্দ্র সেন ও শ্রীমান্ জ্যোতিষচন্দ্র রায়। এঁদের সাহায্য ছাড়া এ বই আমার কখনো প্রকাশিত হ'ত কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্টই সন্দেহ আছে।

আমার সব-শেষ কথা হচ্ছে এই, মনের দরদ থেকেই কবিতার জন্ম। সেই জন্যেই কবিতা বিশেষ-ভাবে দরদীদের প্রাণের জিনিষ। আমার কবিতা-গুলো দরদীদের সত্যকার দরদের যায়গায় ঘা' দিতে পারবে কি না জানিনে। যদি পারে তবেই এগুলো সার্থক হবে।

পৌষ, ১৩২৯ — শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

ওগো

আমার সকল দরদের

দরদী—

তোমাকে দিলাম।

ফুলের ব্যথা

পুষ্প আমি সুপ্ত ছিলাম কুঁড়ির আকারে,
গন্ধ আমার বন্ধ ছিল বুকের প্রাকারে,
এক নিমিষে আজ কে মোরে ফুটিয়ে দিল গো ?-
গন্ধ আমার ছড়িয়ে গেল বায়ুর পাথারে !

নাই সে আমি নাই সে আজি কোনোও খানেতে,
নাই সে আমি হিয়ার মাঝে প্রাণের প্রাণেতে ।
আমার ধনে বাতাস আজি বিশ্ব-বিজয়ী,
সর্ব্বহারার ব্যথা ফোটে আমার গানে যে !

ডুক্‌রে ওঠে বক্ষে আজি গভীর বেদনা,
চিত্ত আমার চঞ্চলিছে ক্ষতির চেতনা,
চাঁদের চুমো বাণের মত মর্ম্ম বিঁধিছে—
যে গেল মোর জন্ম-যুগে ফিরবে সে তো না !

ফুলের ব্যথা

স্বর্গ আমার রিক্ত, তাহে দেবতা নাহিরে,
মনের মিভা—আজ সে কোথায় লুটায় বাহিরে !
আঁধার যে এ আলোর চেয়ে সুখের ছিল গো,
বোজা আমার ভাল ছিল ফোটার চাহিরে।

গন্ধ ওগো, বন্ধু আমার, চিত্ত-বিহারী,
হৃদয় আমার শীর্ণ আজি তোমায় সোঙারি ;
পাপড়িগুলো পাংশু তাহার জীবন বোঁটাতে,-
দুঃসাহসী মৃত্যু ঘোড়ার আজ সে সোয়ারী।

কান্না আমার আজ ঘিরেছি হাসির ছাঁদে যে,
বাজ বেঁধেছি বিদ্যুতেরি রূপের ফাঁদেতে।
গন্ধহারা পুষ্প কভু হাস্‌তে নারে গো—
হাসির কাঁদা যেমন কাঁদে তেমন কাঁদে কে !

মনের বসন্ত

গ্লানিহীন জ্যোৎস্নার হিরণ বসন—
সেদিন বসন্ত ছিল ব্যাপিয়া ভুবন।
লীলায়িত লাবণ্যের নির্ঝরের মত,
নিবিড় সৌন্দর্য্য সারা জগতে জাগ্রত।

আদি মানবের চির মুগ্ধ মনোবনে,
যে বেদনা সুপ্ত ছিল নিভৃতে নির্জ্জনে,
অকস্মাৎ সে দিনের বসন্তের বায়
লক্ষ পুষ্পে ফুটিয়াছে চিত্তের বোঁটায়।

মানবের অন্তরের সেই পুষ্পগুলি,
নিজের করিয়া নেছে ধরিত্রীর ধূলি।
হৃদয়ের কুসুমের বর্ণ গন্ধ হাসি,
ধরার ফুলের দলে উঠেছে বিকাশি'।

তাইতো বুঝিতে হ'লে ফুলের বিস্ময়,
মনের পুষ্পেরে আগে জেনে নিতে হয়।
মনের বসন্তে যদি ফুল নাহি ফোটে,
বনের বসন্ত তবে মিথ্যা হ'য়ে ওঠে!

বরষায়

আজি এ বাদরে উদাসীন মন নাহি জানি কি যে চায়!
ভিজে বকুলের গন্ধে আকুল ব্যাকুল বহিছে বায়।
খুলে ফেলে সব আগল,
বাতাসে জেগেছে পাগল,
কি যেন কি দুরাশায়!

মরণ হয়েছে খোলা আজি ঐ নবীন মেঘের দলে,
ফণা বিথারিছে স্বর্ণ ফণীরা—মাথার মাণিক জ্বলে।
ধারার ধোঁয়ায় ধূসর,
আকাশের নীল কেশর,
অশ্রু সে ঝল্‌ঝলে।

এক নব ঘন নীরের মাঝারে মিশিছে দিগ্বিদিক,
প্রিয়ার পাখার ওড়না আড়ালে ঘুমায় মুখর পিক।
হাজার চিকের ফাঁকায়,
দিগ্বধূরা তাকায়,
নয়ন নির্নিমিখ!

বরষায়

বাঁশের কুহরে কুহরিছে আজ বেণুর সপ্ত স্বর,
নীপ তরু হ'তে কেশর ঝরিয়া ভূঁয়ে লোটে ঝুর্‌ঝুর্‌।
ঘাটে বাটে আজ পবন,
ছড়ায় মায়ার স্বপন,
একাকার কাছে দূর।

মরণ জাগিছে ঊর্দ্ধে—আকাশে, জীবন জাগিছে কোলে,
ভূঁইচাঁপাদের পাতায় পাতায় হীরকের গুঁড়া দোলে।
ধরণী আজিকে তরুণ,
কার এ ভরসা করুণ,
কেতকীর খোঁপা খোলে ?

স্বর্গের সাতমহলায় আজি ফুটেছে হাস্নাহানা,
গন্ধ তাহার চোয়ায়ে গড়িছে বৃষ্টির মোতি দানা।
ঝর ঝর ঝরে বাদল,
মেঘেতে বাজিছে মাদল,
মশ্‌গুল ধরাখানা !

বরষায়

দখিণে বাতাস বহে নাহি আজ—পূবান বহিছে বায়,
জ্যোৎস্নার আয়ু ঢাকা পড়ে গেছে আঁধারের আঁচ্‌লায়।
হাজারে ফোটেনি জারুল,
গন্ধ ঢালেনি পারুল,
অবশ চাঁপার কায় !

বসন্ত এতো নহে, তবু মন কেন এত উন্মনা,
হৃদয়ের রংমহালের দ্বারে এ কাহার আনাগোনা ?
আজিকে প্রাণের পাথায়,
ইন্দ্রধনু কে আঁকায় ?—
জাগায় অশ্রু-কণা !

প্রিয়ার পথ

লাল সুর্‌কির বাঁকা সে পথের মত,
হিজলের ফুল লুটায়ে পড়েছে কত।
সিক্ত আঁচল উচল বক্ষে টানি,
জলের কলসী কাঁখের উপরে আনি,
এই পথে গেছে আমার প্রেয়সী রাণী !

পথের উপরে ধূলার পাদুকা গড়ি,
লঘু চরণের চিন্‌ সে রয়েছে পড়ি।
সজল মেঘের কাজল মদিরা পিয়া,
বকুলের বন নীরবে উঠেছে জিয়া,
এই পথ দিয়া গিয়াছে আমার প্রিয়া !

মেঘে মেঘে ঢাকা পড়েছে রবির রেখা,
জলের কিনারে বলাকা উড়িছে একা।
বাতাসে ভুলায়ে, নদীরে হেলায় ছলি,
ফুলটি নোয়ায়ে, তৃণটি চরণে দলি,
এই পথে মোর প্রেয়সী গিয়াছে চলি !

প্রিয়ার পথ

অশোক এখনো ফুটিয়া রয়েছে গাছে,
পায়ের ধূলায় শেফালি মরিয়া আছে।
গানে গুঞ্জনে অধীর আকুল শ্বাসে,
নূপুর আভাস বাতাসে ভাসিয়া আসে,
এই পথ দিয়া গেছে প্রিয়া মোর পাশে !

লক্ষ্মী পূর্ণিমা

আজ্‌কে অই আকাশ হ'তে সোনার রথে ঝর্‌লে কে ?
দিগ্বিদিকে ভাসিয়ে দিয়ে হাসির ঝোরা খুল্‌লে কে ?
খুল্‌লে কে অই গলা-মোতির লক্ষ নদীর ঝর্‌ণাটা ?
উড়িয়ে দিলে চূর্ণ হীরার রেণুর গড়া ওড়্‌নাটা ?—
লক্ষ্মীদেবীর আড়ত্‌ আজি মুক্ত বুঝি আশ্‌মানে,
ঝর্‌ঝরিয়ে ছড়িয়ে গেল তাই এ ধরার মাঝ্‌খানে।

ধরার মাঝে ঝর্‌ঝরিয়ে সুধার ধারা ছড়িয়েরে,
সকল ব্যথা ভুলিয়ে দিয়ে, দুখের মাথা মাড়িয়েরে,
মোচন করি মনের গ্লানি, নামিয়ে বুকের পাথরটি,
শুকিয়ে দিয়ে চোখের কোলে অশ্রুজলের সাগরটি,
পরীর দেশে ধরায় আনি, ধরায় করি পরীর গাঁ,
লক্ষ্মীমাতা জ্যোৎস্না ধারায় ধুলেন তাঁরি জরির পা।

লক্ষ্মীমাতা পা ধুয়েছেন—ঝর্‌ছে তারি জ্যোৎস্নারে,
ঘরের মাঝে আট্‌কে তোরা বন্ধ বসে' রোস্‌ নারে।

লক্ষ্মী পূর্ণিমা

রোস্ নারে আজ বন্ধ হ'য়ে অন্ধ ঘরের মাঝ্খানে,
ঘর-বা'র সব একশা করে' আয়রে ছুটে বা'র পানে।
জলের তলে এলিয়েছেরে ঢেউয়ের দলে লক্ষ গা',
ঢেউয়ের তালে দুলিয়ে দেরে অচল তোদের বক্ষটা।

আজ লেগেছে রূপের মাতন নীলের কেতন গগন গায়,
আজ স্বপনে বন্দনা সে গাইছে টিয়ে চন্দনায়।
হাজার দলে আজ ফুটেছে পদ্মগুলোও সাঁঝ্রাতে,
রূপটা তারি চুনিয়ে কে আজ ঢাল্লে ধরার মাঝ্টাতে?
মোতির মালা আজ পরেছে ময়ূরকণ্ঠী গাছপালা,
আজ আঁধারের টুক্রোগুলোয় জোনাক পোকার
দীপ্ জ্বালা।

সুড়ুত্ করে' বেরিয়ে পড়্ আঁধারের এই বাঁধ্ ভেঙে,
হাল্কা হাওয়ায় হেলিয়ে তনু হুরির দলের সাথ মেগে।
জ্যোৎস্না ধারায় মনের ভেলা ভাসিয়ে দেরে ভাসিয়ে দে,
রূপের বেচা-কেনার হাটে হৃদয়টারে বিকিয়ে নে।

লক্ষ্মী পূর্ণিমা

মুঠ্ ভরে'নে হীরের গুঁড়ায়, মন ভরে'নে রূপ-মায়ায়,
হীরের গুঁড়া জ্বল্‌ছে আজি লক্ষ্মীমায়ের ধূপছায়ায়।

বাঁয়ের দিকে চাস্‌রে আজি, ডা'নেও চেতে ভুলিস্‌নে।
সাম্‌নে হ'তেও চোখ্ দুটোরে একেবারেই তুলিস্‌নে।
কাশের ক্ষেতে আজ নেমেছে আকাশ হ'তে অপ্সরী,
হাজার তাঁবু বসিয়ে গেছে জরির তারে কাজ করি।
হাজার পরী আজ নেমেছে কেয়া ফুলের কেশরটায়,
চুমোর ঝুড়ি ছড়িয়ে গেছে নীল সায়রের সবুজ গায়।

কোজাগরের রাত্রি আজি, অজাগরের জাগর যে,
আজ্‌কে তবু ঘরের মাঝে ঘুমের ঘোরে বিভোর কে?
লক্ষ রাজার সোনার ভাঁড়ার দেখে'ওনিকো চক্ষে যা,
মোতির ঝোরা হীরের গুঁড়া—বিকায় রাতে আজ্‌কে তা।
আয় ছুটে আয় মাঠের মাঝে, জেগে স্বপন দেখ্‌বি কে?
হীরের গুঁড়া ঝর্‌ছে আজি—পা ঝেড়েছেন লক্ষ্মী যে।

মদন ঠাকুর

মদন ঠাকুর, তোমার পায়ে হাজার নমস্কার,
অন্ধ, তোমার দৃষ্টি চমৎকার!
কদ্দূর যে চলে তাহার নাইকো ঠিকানা,
বিশ্ব তোমার আঁখির সীমানা।
ইন্দ্র শুধু হাজার চোখে চায়,
তোমার চোখের অন্ত কেবা পায়?

ঠাকুর, তোমায় মেনে চলে সপ্তলোকের লোক,
হৃদয়—তোমার তারই পরে রোখ্!
একটি আঁখির ইঙ্গিতেই চিত্ত বিজয় কর,
কোন্ দেবতা তোমার চেয়ে বড়?
তোমার তূণে ফুলের ক'টি বাণ,
অব্যর্থ তার অমোঘ সন্ধান।

খোস্-খেয়ালে চল তুমি পরম খেয়ালী,
চলন তোমার নিরেট হেঁয়ালি।
ঘোড়সোয়ারের মনের সাথে ছোটে তোমার ঘোড়া,
দীপ্ত তুমি বিদ্যুতেরি ছোরা।

মদন ঠাকুর

মায়ার জালে বোনা তোমার জাল,
তারই মাঝে কাঁপ্‌ছে চির কাল।

আদিম ভোরে ছিলে তুমি নাইকো সন্দেহ,
আজো তোমার চির তরুণ দেহ।
রামধনুকের রঙ্‌ দিয়ে গো তোমার তনু গড়া,
তুমি অরূপ রূপের পশরা।
ফাগুন লোটায় তোমার পথে পথে,
ঘুরে বেড়াও অকস্মাতের রথে।

তোমার পথে পুষ্প আছে—কাঁটাও আছে মেলা,
দুরন্ত সে জানি তোমার খেলা।
লজ্জাবিহীন নগ্ন দেহ নাইকো অঞ্চল,
রূপে রসে সদাই চঞ্চল।
অস্ত্র তোমার সুরা এবং সাকি,
মনের মদে ঝাপ্‌সা রাখ আঁখি।

শিব তোমারে দগ্ধ করে' পান্‌নি পরিত্রাণ,
ফিরিয়ে ফের দিতেই হ'ল প্রাণ।

মদন ঠাকুর

বৃন্দাবনের বনের মাঝে লক্ষ লীলাতে,
দাগ ফেলেছ মনের শিলাতে।
চিরজয়ীর মাল্য তোমার গলে,
নিলয় তোমার মনের অতলে।

তোমার বাণের দুঃখ কত নাইকো অজানা,
রুখ্‌তে তবু চাইনে নিশানা।
লাঞ্ছনা সে চিত্ত আমার সইতে রাজি আছে,
প্রসাদ যদি থাকে তাহার পাছে
ঠাকুর, তোমার প্রণাম করি পায়,
আবার প্রণাম—প্রণাম পুনরায়!

মুকুল ও পুষ্প

আমার এ জননীর স্নেহাতুর অঞ্চল আড়ালে
ওরে শিশু, ওরে বাছা, থাক্ আরো—আরো কিছুক্ষণ;
রৌদ্র শুধু জাগিতেছে গগনের সীমান্তের ভালে,
ধীরে শুধু একবার ব'য়ে গেছে প্রভাত পবন।

জনমের ভোর হ'তে চেয়ে আছি তোরি মুখ পানে,
চেয়ে আছি নির্নিমেষ প্রতি পল, চির রাত্রি দিন,
সমস্ত হৃদয় মোর দৃষ্টি হ'য়ে ফুটেছে নয়ানে,
মিটেনি পিপাসা তবু,—তৃষা তবু হয়নি বিলীন।

শিশু-মাতা মুকুলের অনিবার বুকের স্পন্দন,
কম্পিত চকিত ভাব অনর্থক শত আশঙ্কার,
হৃদয়ে চাপিয়া ধরা, আচম্বিতে অজস্র চুম্বন,—
তুই তার কি বুঝিবি ওরে মোর কিশোর কুমার?

বসন্তের এক বৃন্তে জেগেছিনু আমরা মুকুল,
নিদাঘের খর তাপে, প্রাবৃটের সঘন বর্ষণে
আর সব ঝরে গেছে; সৃজনের একমাত্র ভুল—
আমি শুধু জেগে আছি তোরে ল'য়ে পল্লব শয়নে।

মুকুল ও পুষ্প

দীপ্ত রৌদ্রে তেতে গেছে সর্ব্বসহা ধরণীর ধূলি,
পুষ্পের মুকুল আমি তখনও স্তব্ধ অচঞ্চল,
লক্ষ ঝঞ্ঝা গর্জ্জিয়াছে ক্রোধে ক্ষোভে লক্ষ ফণা তুলি',
ক্ষুব্ধ বিশ্ব,—আমি শুধু পুষ্প-মাতা হইনি বিহ্বল।

বিন্দু এক বিন্দু করি দিনে দিনে লভেছ বিকাশ,
কোন্ দিন কোন্ বর্ণ,—দলে তার কতটুকু লেখা,
কবে পেয়েছিস্ কোথা কি গন্ধের অস্ফুট আভাস,
পরিপুষ্ট চিত্র সম চিত্তে মোর রেখে গেছে রেখা।

শিশির শীতল জলে প্রতিদিন করায়েছি স্নান,
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে পলে পলে তুলেছি বাড়ায়ে,
সূর্য্য হ'তে রশ্মি টানি সৌন্দর্য্যেরে করায়েছি পান,
স্ফুট করে' তুলিতেছি বসন্তের বিলসিত বায়ে।

চেয়ে আছি রাত্রি দিন, তৃষা তবু মিটে না তো হায়,
পূর্ণ হ'য়ে উঠিতেছে উৎস সম জননীর স্তন ;
বাহিরে ডাকিছে বিশ্ব,—ওরে বাছা, আয় বুকে আয়,
জননীর তপ্ত বক্ষে থাক্ আরো—আরো কিছুক্ষণ !

অবুঝ

শিশিরের বায় দুলিছে তরুর অধীর শাখা—
দুলিতেছে থর থর,
গুমরি' উঠিছে হাজার ছন্দে কাতর ভাষা,
ব্যথিত কণ্ঠস্বর।
দাঁড়ায়ে স্তব্ধ শিরে
খসা-পাতা তার গণিতেছে তরু,
কাঁদিতেছে ধীরে ধীরে।
পাখী দেখে ডেকে কয়গো,—
আমারো যে গেছে বুকের আধেক,
একা সে তোমার নয়গো।
পথিক কহিছে ভাইরে,—
আশ্রয় মোর তারি সাথে গেছে,
দাঁড়াবারো ঠাঁই নাইরে।
ওরে তরু তোর শোক নাই,
তোর যাহা গেছে পাখীরো যে গেছে,
পথিকেরো যেরে গেছে তাই।

অবুঝ

শুধু তবু শুধু নীরবে
ভাবিছে সে হায় হায়,
তার যাহা গেল তারি গেল একা,
আর কারো নাহি যায় !

আকাশের গায় দুলিছে ভোরের শেষের ক্ষীণ
অধীর আলোর ধারা,
রজনীর চাঁদ রয়েছে বিভল বিবশ হ'য়ে—
ধূসর পাগল পারা।
কেবলি দেখিছে চেয়ে,
চাঁদের নয়নে চেয়ে আছে রাতি
নয়নের জলে নেয়ে।
নদী দেখে ডেকে কয়গো,
দেখে যাও ওগো হৃদয় আমার,
একা সে তোমার নয়গো।
কুমুদ কহিছে ভাইরে,
কি গিয়েছে মোর কি করে' জানাব-
ভাষা খুঁজে' নাহি পাইরে।

অবুঝ

ওরে রাতি তোর শোক নাই,
তোর যাহা গেছে নদীরো যে গেছে,
কুমুদেরো যেরে গেছে তাই।
শুধু তবু শুধু নীরবে,
ভাবিছে সে হায় হায়,—
তার যাহা গেল তারি গেল একা,
আর কারো নাহি যায়!

প্রভাতের বায়ু দোলা দিয়ে গেছে গোপনে আসি
মুগ্ধ ফুলের বনে,
ফাটিয়া পড়েছে ফুলের বুকের মাধুরী রাশি
মদির গন্ধ সনে।
পাপ্ড়ির ডানা দিয়া,
গন্ধেরে নারি বন্ধ করিতে
কাঁদিছে ফুলের হিয়া।

কানন ডাকিয়া কয়গো,
গৌরব মোর যা ছিল সে গেল,
একা সে তোমার নয়গো।

অবুঝ

ভ্রমর কহিছে ভাইরে,
ক্ষণেকের তরে জুড়াব যে আসি
থাকিল না তারো ঠাঁইরে।
ওরে ফুল তোর শোক নাই,
তোর যাহা গেছে কাননেরো গেছে,
ভ্রমরেরো যেরে গেছে তাই।
শুধু তবু শুধু নীরবে,
ভাবিছে সে হায় হায়,
তার যাহা গেল তাঁরি গেল একা—
আর কারো নাহি যায়!

বাদল দিনের দুঃখ

বাদল ঝরিছে ঘন হুতাশে—
পাশে নাই প্রিয়া—ব্যথা ভরে হিয়া উদাসে
অলস আঁখি দু'টি,
হয়তো আছে ফুটি
না জানি তাহারো কত কি আশে !

পাগল বহিছে বেগে বায়ুরে,
তারি তালে তালে দোলে মন, দোলে স্নায়ুরে
এ ঝড়ে চারিধার
বুঝি বা অনিবার,
আমারে খুঁজিছে তারো বাহুরে !

গুমরি' কাঁদিছে আজি দেয়া যে,
আমি নাই পাশে হায় কার কাছে সে আছে
বিধুর বুক টুটে'
যে চুমো ওঠে ফুটে'—
রুদ্ধ তাহারো দেয়া-নেয়া যে !

মানা

বিদায়ের বেলা সে তো কথা কহি করে নাই মানা,
বেড়ে নাই পথখানি তুলি শীর্ণ কম্প্র হস্তখানা।
তবু কিছু ছিল না কি তার সেই নির্ব্বাক অধরে—
সকরুণ মানা যাহে ফুটিয়া উঠেছে থরে থরে ?

কিছু ছিল না কি তার ছল ছল আঁখি প্রান্তে লেখা,
মানারে ছাড়ায়ে যাহা দেগেছিল মরণের রেখা ?
অস্ফুট আগ্রহ ভরা ভাষাহীন শব্দহীন বাণী,
হাজার মিনতি দিয়া বেড়ে নাই মোর পথখানি ?

অনলের রেখা দিয়া যদি কেহ ঘিরে দিত পথ,
সে বাধা কি তার চেয়ে হ'ত কভু অলঙ্ঘ্য বৃহৎ ?
তবু তারে ছেড়ে গেছি—এমনই ছেড়ে যেতে হয়,
জগত দেখে না খুঁজে' কোথা কাঁদে বিরহী হৃদয় !

বিরহী কোথায় কাঁদে খোঁজে তার নাহি অবসর,
অচ্ছেদ্য কর্ম্মের গ্রন্থী সে শুধু গাঁথিছে পর পর।
যে নিশ্বাস দু'টি দেহ প্রাণ দিয়া প্রেম দিয়া কেনে,
বিপুল বসুধা তারে দূর হ'তে দূরে লয় টেনে।

মানা

দূর হ'তে দূরে লয়, তাই বলে' ব্যর্থ হয় সে কি ?
সে দেখা তো দেখা নহে মোরা যাহা প্রতিদিন দেখি।
প্রাণের নন্দন বনে এ নিশ্বাস রহে যে সঞ্চিত,
রস ভরে বেড়ে ওঠে—পুষ্প ভারে হয় বিলসিত !

জগতের বাধা গণ্ডী কতদিন—রবে কতদিন ?
জানি তা অটুট নহে—একদিন জানি হবে ক্ষীণ।
জানি এ নির্ব্বাক বাধা—অশ্রু-খসা এ উচ্ছল মানা,
এ জীবনে ব্যর্থ হোক্—পরকালে ব্যর্থ তা হবে না।

অন্ধ এ ধরায় যাহা অনাদৃত উপেক্ষার ভারে,
স্বর্গে তাহা জমে' আছে—উপেক্ষা সে করে নাই তারে
যে মানা করেছে ব্যর্থ হেথাকার বিচ্ছেদের ব্যথা,
চির মিলনের মাঝে স্বর্গে তার আছে সার্থকতা !

কোকিল

বসন্তের কোকিল ওরে
মায়ার মঞ্জরী,
হঠাৎ আজি কোথায় থেকে
উঠিলি গুঞ্জরি' ?
কোন সে পরীর বুকের মাঝে
স্বপন শয়নে,
গানের সাথে ঘুমিয়ে ছিলি
মদির নয়নে ?—
চুমোর সুরে হঠাৎ জেগে
সকল দিশেতে,
জাগার খবর পাঠিয়ে দিলি
হাজার শিষেতে !

কালো তুই নোস্ তো ওরে
হৃদয় ভুলানো,
কালো ছুটি পাখার তলে
হীরক ছুলানো।

কোকিল

কালোতে যে গলে' পড়ে
আলোর ঝরণা,
তোরে দেখার আগে সে তো
হয়নি ধারণা।
ফুলের দলে ফুটিয়ে দিলি
আলোর ইঙ্গিতে,
আকাশ বাতাস ভাসিয়ে দিলি
সোনার সঙ্গীতে।

শীতের দানব ছুঁইয়ে ছিল
মরণ কাঠি গো,
মরমে তাই মূর্চ্ছে ছিল
সবুজ মাটিও।
কোথা হ'তে জীয়ন জলের
স্পর্শ হানিয়া,
এক নিমিষে জীয়ায়ে দিলি
পাংশু দুনিয়া।

কোকিল

দিলি তারে নূতন গান,
নূতন ছন্দরে,
মর্ম্মে তাহার জাগায়ে দিলি
প্রেমের স্পন্দরে।

কোন্ কুহকে আজ্‌কে চাঁদের
হৃদয় ভুলালি ?
কিসের কাজল দুটি চোখের
ভিতর বুলালি ?
হঠাৎ জেগে চেয়ে দেখি
পত্র-পল্লবে,
কাছের করে' সাজিয়েছিস্
দূরের দুর্লভে।
চাইছে আকাশ নীল আঁখিটি
আলোয় আঁকিয়া,
স্বপনে যার আভাস দেখি
দেখ্‌ছি জাগিয়া !

কোকিল

রাজার বনে গোলাপ হাসে
ফোটার উল্লাসে,
বেড়ার ফাঁকে অপরাজিতা
হাসিয়া ফুল্লা সে।
দখিন বায়ু কোথায় ছিল,—
নয়ন পালটি'
চাইতে ফুল—চুমিয়া গেল
চাওয়ার আলোটি
রুদ্ধ করা হাজার দুয়ার
একটা চাবিতে,
কেমন করে' খুলিস্ তুই
পারিনে বুঝিতে!

যেথায় লাগে জীয়ন জলের
পরশ রেখাটি,
জরার মাঝে জাগিয়া ওঠে
জীবন লেখাটি।

কোকিল

কালোর কুহু জাগিয়ে দিল
যুগের মরা যে,
সুরে সুরে নাচিয়ে দিল
বেসুর ধরা সে,
কালো কোকিল নয় তো কালো
আলোর সবিতা,
সুরের ঝোরা—বসন্তেরি
বুকের কবিতা !

আদি কথা

সম্মুখেতে সীমাহীন স্তব্ধ ধরাখানি,
তারি মাঝে বাণীহারা শুধু দু'টি প্রাণী।—
সীমাহীন প্রকৃতির নির্জ্জন নিলয়ে,
আদি নর-নারী শুধু কাঁপিছে বিস্ময়ে।

পরিপূর্ণ যৌবনের শতদল দলে,
নগ্না নারী দাঁড়াইয়া মৌন কুতূহলে,—
কুতূহলী চিত্তখানি দু'টি চক্ষে রাখি,
পুরুষ দাঁড়ায়ে স্থির নির্নিমেষ আঁখি!

দু'টি মুগ্ধ হৃদয়ের মর্ম্ম-কোষ টুটি,
কি যেন উঠিতে চাহে পুষ্প সম ফুটি!
নিষ্ফল আবেগ, শুধু গভীর হতাশা—
কোথা ভাষা—কোথা হায় প্রকাশের ভাষা!

সহসা কণ্ঠের মাঝে একি গো বিস্ময়—
মানব মনের বাঞ্ছা তারি হ'ল জয়।
প্রথম উঠিল গাহি আদি নারী-নর,
জগতের আদি কথা "সুন্দর সুন্দর"!

পতিতা

রজনী প্রহর যায়,
সব কাজ করি সায়
পা দিয়েছি পথের উপর,
সহসা কানের কাছে,
একেবারে প্রাণে বাজে,
এ কি কণ্ঠ করুণ কাতর !

সন্ধ্যা হ'তে মেঘে মেঘে,
শ্রাবণ ঝরিছে জেগে,
পবন করিছে আনাগোনা,—
আর্দ্র শীত বর্ষা-বায়ু
কাঁপায়ে তুলিছে স্নায়ু,
বিজলীতে ঝলিতেছে সোনা।

পথের নাহিক সাথী—
জনহীন স্তব্ধ রাতি
ঝিমায়ে বুনিছে তন্দ্রাজাল,

পতিতা

সারা দিবসের চাপে
অবসন্ন হিয়া কাঁপে,
পায়ে মেতে উঠেছে মাতাল
আধ ঘুমে আধ জাগি,
চলেছি ঘরের লাগি,
কোনোমতে ভাঙি অবসাদ,
সহসা কানের কাছে
একেবারে প্রাণে বাজে
এ কাহার চাপা আর্ত্তনাদ ?

কে আজি এমন রাতে,
এই বর্ষা বৃষ্টি-পাতে
খুলে দেছে মনের দুয়ার ?
ঐ বরষারি মত
হোথাও কি মেঘ নত ?
ওখানেও জেগেছে জোয়ার ?

পতিতা

থমকি' তাকায়ে দেখি,
ও হরি হেথায় এ কি—
পথে কে যে পড়িয়া বিকল !
ফেলিতে প্রদীপালোক
অপলক দুটি চোখ্ ;
রূপেরো যে নেমেছে বাদল !

কোলে বিড়ালের ছানা—
ঘেরি ক্লান্ত দেহখানা
লাবণ্যের দুলিছে লহরী,
মেঘের ধারায় ভিজে
জমাট যৌবন নিজে
পথের উপরে আছে পড়ি ।

অকস্মাৎ একেবারে
ঝুঁকিয়া পথের ধারে
যেমন টানিব দেহখান,
সেকি কান্না বুক-ভাঙা—
বেদনার রক্তে রাঙা
সে কি আর্ত্ত করুণ আহ্বান !

পতিতা

ভাবিনু মনের ভ্রান্তি—
সারা দিবসের শ্রান্তি
রচিয়াছে এত গুলো ভুল,
ভালো করে' আঁখি মুছে',
আবার দেখিনু খুঁজে'
পথের সে ঝরা বন ফুল।

শ্রাবণের ধারাগুলি
মুক্তা সম আছে দুলি
ঘিরে ঘিরে কালো কেশপাশ,
তখনো মাথার পরে
বাদল পড়িছে ঝরে',
হা হা করে' শ্বসিছে বাতাস।

[illegible] সব ভুল,
দৃষ্টিহীন আঁখি তুলি
দাঁড়ায়ে রহিনু—তারপর
মূর্চ্ছিতারে তাড়াতাড়ি
একেবারে নিনু কাড়ি
কাদা হ'তে বুকের ভিতর।

পতিতা

বাহিরে মেঘের দোলা,
সমুখে দুয়ার খোলা,—
কে আছ গো—কহিলাম হাঁকি-
হেথা এসে দেখ চেয়ে,
বুঝি তোমাদেরি মেয়ে—
মরণের বেশী নাহি বাকি !

ঘরে ঘরে দ্বার বাঁধা,
আঁধারের আর্ত্ত কাঁদা,
দিকে দিকে উঠিতেছে ফিকে,
ভাঙিয়া স্তব্ধতা সব,
মোর কণ্ঠ-কলরব
আঘাতিছে জানালার চিকে।

ভাবিতেছি শূন্য গেহ,
পোড়ো-বাড়ী নাহি কেহ,
কি যে করি ধিয়াইছি মনে,—
সহসা দুয়ার ঘেঁসে
কে যেন দাঁড়াল এসে
আগুন ভরিয়া আঁখিকোণে।

পতিতা

কহিল—পারিনে ছাই—
　　　　এমনো তো দেখি নাই,
　　　　　　এ যে বাপু বড় বাড়াবাড়ি,—
　　　　সেই আজ কোন্ ভোরে
বিড়ালটা গেছে মরে'—
　　　　　　এখনো মেটেনি জের তারি !

শোনো তবে কাণ্ডখানা,
　　　　ঐ তো বিড়াল ছানা,
　　　　　　মানুষ করেছে ঐ বটে—
　　　　সারাদিন তারি লাগি
কাঁদিয়া কেটেছে জাগি,
　　　　　　বসে নাই ভাতেরো নিকটে।

কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত যবে,
　　　　ঘুমায়ে পড়েছে সবে,
　　　　　　ছানাটারে চুরী করে' আমি,
　　　　জানালা গলায়ে পথে
ফেলেছিনু কোনোমতে,
　　　　　　এত সব তাহারি ন্যাকামী !

পতিতা

প্রাণ বলে' কিছু নাকি
আমাদের আছে বাকি !—
দেহ বেচে মিটাই অভাব ।
বিড়ালের লাগি অত—
মানুষ মেরেছ কত
তারি কিছু রেখেছ হিসাব ?

শয্যায় দেহটি থুয়ে,
বারেক সমুখে নুয়ে
ধীরে এসে দাঁড়ানু বাহিরে,
কোনো কথা নাহি বলি,
খোলা দ্বারে এনু চলি
বিস্ময় বহিয়া আঁখি নীরে ।
আর্দ্র অজগরবৎ
পড়ে আছে দীর্ঘ পথ,
বাদলে বিকল চারিভিত,

পতিতা

মাঝে মাঝে থেকে থেকে
হা হা বায়ু ওঠে হেঁকে,
নভতল চিরিছে তড়িৎ।

একই পথে বারে বারে
ঘুরিয়া ঘরের দ্বারে
অবশেষে দাঁড়ানু যখন,
তখনো বুকের ভাঁজে
তেমনি করিয়া বাজে
তারি আর্ত্ত করুণ রোদন!

রূপের পশরা ব'য়ে,
দিন যার গেছে ক্ষ'য়ে,
দেহের বেসাতি করে যারা,
এই কি তাদেরি নারী?—
সহসা নিশ্বাস ছাড়ি
ক্ষণেক রহিনু মুগ্ধ পারা!

তারপর শয্যাখানি
কখন নিয়েছি টানি,
বালিসে বেঁধেছি আলিঙ্গনে,

পতিতা

কখন চোখের কাছে
নিদ্রা নেমে আসিয়াছে,
এতটুকু নাহি তার মনে।
সমস্ত শ্রাবণ রাতি
করিয়াছে মাতামাতি
মেঘ আর মাতাল বাতাস,
কেবল তন্দ্রার মাঝে
কানে এসে বাজিয়াছে
তাদেরি কঠিন অট্টহাস।
কেবল ঘুমের ঘোরে
স্তব্ধ হৃদয়ের দোরে
মাঝে মাঝে হেনেছে অশনি,
একেবারে বুক-ভাঙা
বেদনার রক্তে রাঙা
পতিতার আর্ত্ত কণ্ঠধ্বনি!

দুঃসহ

শ্বশুর আমারে ভালোবাসে মানি,
গালও খুব পাড়ে সে তো,
মধুর যেমন আদর, তাহার
শাসন তেমনি তেতো।
সে দিন কিসের চিঠি খান-কত
এনে দিল মোর কাছে,
ফিরে চেলো যবে—কোথায় রেখেছি
আর কি তা মনে আছে ?
কি যে বকুনিটা পেয়েছি সেদিন
মোর এই মন জানে,
অশ্রু খসেছে—দুর্ব্বহ হ'য়ে
তবু তা বাজেনি প্রাণে।

শাশুড়ী আমারে পাড়ে কত গা'ল—
সীমা-শেষ নাহি তার,
পান থেকে যদি চুনটুকু খসে
রক্ষা নাহিকো আর।

দুঃসহ

ক'দিন ভীষণ নেমেছে বাদল—
সাম্‌লাতে নারি নিজে,
ভাঙা পেয়ালাটা পড়িয়া ভাঙিনু,
ব্যথা সে পেলাম কি যে !
দুঃখে আমার আহাটি এল না,
পেয়ালা ভেঙেছি তাই,
কত কথা হ'ল, অশ্রু খসেছে—
অসহ সে হয় নাই।

বিনা অপরাধে ননদী আমার
কত কি যে মোরে বলে,
বাপ মা'র খোঁটা—হৃদয় ভেদিয়া
বেঁধে সে মর্ম্ম-তলে।
যখন যা বলে তাই করি তবু,
সদাই মুখটি ভার,
করি প্রাণপণ—এত করি তবু
মন তো পাইনে তার !

দুঃসহ

খেতে খেতে যদি বেশী পেট ভরে
আমারেই ভর্ৎসনা,
বড় বাজে বুকে—দুঃসহ তাহা
তবু মনে হয় তো না।

শুধু সেই কোনো কথা কয়েছে কি
কোন্খানে যাবে আর—
গুমরিয়া ওঠে সারাটা হৃদয়,
চোখে জাগে শত ধার।
নিজে কাঁদি আর তাহারে কাঁদাই
ঠায় বসে একখানে,
ফাটিয়া টুটিয়া কি যে হয় হিয়া
মোর এই মন জানে!
যত অভিমান তারি পরে শুধু,
যত রোষ তারি পর,
এত ভালোবাসে, তবু নাহি সহে
তারি কথাটির ভর!

দেহের মহিমা

তোমার যে টুকু খুলে' রেখেছ বাহিরে,
সমগ্রের তুলনায় সে তো এতটুক,
তাই দিয়ে রাখিয়াছি চিত্তখানি ঘিরে,
দৃষ্টিরে করেছি চির উন্মুখ উৎসুক।
তোমারে ধরেছি বলে' মনে করি যত,
জানি তার বেশী খানি পড়ে নাই ধরা,
যে টুকু পেয়েছি তারি গর্ব্বে অবিরত,
যে খানি পাইনি তারে মিছে মনে করা!
সমস্তরে পেত যদি কি করিত মন,
সে কথা ভেবেও আজ পারিনে বুঝিতে!
দেহের দুয়ারে যদি এত প্রলোভন,
কে বলিবে কত আছে মনের নিভৃতে?
মনের অতলে কোথা কে পেয়েছে সীমা?
তাই সুখে দুঃখে গাহি দেহের মহিমা।

বসন্তের আগমন

সেদিন বসন্ত এল সুন্দর ভুবনে,
পত্রে পুষ্পে হাসে শাখী—উজ্জ্বল গগন,
নগ্ন ধরা স্নাত শুভ্র চাঁদের কিরণে,
অঙ্গে অঙ্গে ভাসে তার তরুণ যৌবন।
সেদিন বসন্ত এল তনু দেহে তব,
অশোক পড়িল ঝরি অধরে অলকে,
স্তনাগ্রে যৌবন জ্বালা—দীপ্তি অভিনব,
বসন বিবশ শ্লথ দুঃখহ পুলকে।
সে দিন বসন্ত এল—শূন্য করি তূণ
মদন ছড়ায়ে দিল পুষ্প-শরগুলি,
ফাগুনে উঠিল জাগি বানের আগুন,
ঘুমন্ত বাসনা বুকে ওঠে ফুলি দুলি।
সেদিন বসন্ত এল—আগমন তার
আমারে জানায়ে দিল সর্ব্বাঙ্গ তোমার!

দৃষ্টি

শরতের এক মুঠো রৌদ্ররে জমায়ে
যে পদ্ম উঠেছে বেড়ে,—তাই দিয়ে গড়া
দু'খানি মধুর আঁখি, দু'টি পক্ষ্ম ছায়ে
সুগভীর সচ্ছলতা কূলে কূলে ভরা।
তারি মাঝে দৃষ্টিখানি করুণ কাতর—
বাহু দুটে আলিঙ্গন মেলিয়াছে তার,
বেপমান দৃষ্টি বাহু—আত্মার অধর
পাঠায়েছে চুম্বনের চারু পুষ্পাধার।
ব্যাকুল বক্ষের দোরে আসন্ন উদ্যত
অসমাপ্ত চিরন্তন দৃষ্টির চুম্বন—
বিদ্যুৎ প্রবাহে চিত্ত মুগ্ধ মন্ত্রহত,
এত বল কোথা পেল' ও ভীরু নয়ন?
দু'টি আঁখি, একখানি দৃষ্টি—তারি মাঝে
নিখিল বিশ্বের লীলা নিঃশেষে বিরাজে।

আদি নর-নারী

কি হবে বসন দিয়া—কেন মিথ্যা লাজ,
দুটি শুভ্র নগ্ন আত্মা মিলেছে তো বুকে,
এত আবরণ, এত ঢাকায় কি কাজ ?
সারা অঙ্গে সারা দেহ মিলাক্ কৌতুকে।
মুক্ত করো দুটি বাহু—সুন্দর সবল,
লতায়ে উঠুক্ তাহে নগ্ন আলিঙ্গন,
অঞ্চলে যদি না ঢাকে বক্ষের অচল,
ছিন্ন হোক্ হৃদয়ের আঁধার বন্ধন।
খসে যাক্ বেশ-বাস—সেই ভালো প্রিয়া,
মনে যদি কোনোখানে কিছু গুপ্ত নাহি,
কি হবে দেহেরে ঢাকি লাজ-বাস দিয়া,
বসনের ছলনায় বৃথা অবগাহি'।
সেই ভালো সৌন্দর্য্যের শোভায় নিলীন,
দুটি আদি নর-নারী সর্ব্ব লজ্জাহীন।

চুম্বন

দু'টি ওষ্ঠ—ধীরে ধীরে একান্ত মিলন—
পীন-স্তনা উর্ব্বশীর অরূপ স্বরূপ,
সূচ্যগ্রে শিহরি' ওঠে প্রতি লোমকূপ,
থর থর বক্ষ পুটে প্রখর স্পন্দন !
দু'টি ওষ্ঠ—মদনের মিলন জোয়ার,
কামের বিজয় চাপে স্ফুট শতদল,
মেঘ-রৌদ্রে কোলাকুলি উচ্ছল চঞ্চল,
প্রেম-মন্ত্রে বাঁধা দু'টি মায়াবী সেতার !
দু'টি ওষ্ঠ—প্রাণে প্রাণ নীরবে অঙ্কন,
এক আত্মা ডুবে যায় আরেক আত্মায়,
অমৃতের অন্তহীন আনন্দ মন্থন,
চির স্বপ্ন জগতের জাগ্রত বেলায় !
দু'টি ওষ্ঠ—উচ্চকিত সরস চুম্বন,
অনন্ত মিলিত শান্ত অধরের গায় !

আলিঙ্গন

তুমি জড়ায়েছ মোরে দু'টি বাহু দিয়া,—
সবল সুন্দর দু'টি পুষ্প বাহু-পাশ,
নিখিলের লীলায়িত তরঙ্গিত হিয়া,
সে বন্ধনে শিহরিয়া ফেলিছে নিশ্বাস।
বুকে বুক মিশে গেছে—ঘন আলিঙ্গন,
কুসুম শিখর দু'টি নোয়ায়েছে শির,
অধরে অধরে জাগে অজস্র চুম্বন,
অগুণ্ঠিতা ভাষা-বধূ বাহিরে বাহির।
মদনের মহোৎসব মনের আগারে,
আবির কুঙ্কুম পঙ্কে ধরা লালে লাল,
দু'টি আত্মা মিলিয়াছে দেহের দুয়ারে,
এক হ'য়ে মিশে গেছে আজ আর কাল।
লুপ্ত দেশ-কাল-পাত্র—শুধু চিরন্তন,
আছে বুকে বুক এক নগ্ন আলিঙ্গন।

নিঃশঙ্ক

হৃদয় মেলেছে বাহু হৃদয়ের পানে,
অধরে অধর করে অমৃত সৃজন,
বসন্ত এসেছে ফিরে পাপিয়ার গানে,
পবনে পড়িছে ঝরে' সোনার স্বপন।
গেলাস ভরিয়া লহ গোলাপী সুরায়,
তরুণী প্রিয়ার তনু টানি লহ কোলে,
দুটি বাহু বাঁধা থাক্ গলায় গলায়,
চিহ্ন আঁকা পড়ে' যাক্ অধরে কপোলে।
হৃদয় কাঁপিছে সখি ?—চাপ বুকে বুক,—
নয়নে তোমার ওকি মদালস হাসি !
পান-পাত্রে হানো হানো তৃষার্ত্ত চুমুক—
মৃত্যু আসে বসন্তের ঝরা ফুল রাশি।
ঝরা বসন্তের ফুলে বিছাও শয়ন,
বুকে প্রিয়া, মুখে সুরা কে ডরে মরণ ?

জয়দেব

মাধবে সম্মুখে রাখি মদনের রণ,
শিখণ্ডীর অভিনয় কাব্যের দুয়ারে,
তূণে অস্ত্র সে কেবল চুম্ব-আলিঙ্গন,
নেমে আসে যেথা সেথা ধারার আকারে।
যুবতী রাখিতে নারে বুকের বসন,
পবন শিথিল কেশে দোলা দিয়ে যায়,
সহসা শিহরি' ওঠে ঘন পীন স্তন,
নীবি-বন্ধে খসে বাস কথায় কথায়।
মেঘের বিদ্যুতে জ্বলে আঁকা-বাঁকা লেখা,
ছায়া তার পড়ে আসি বেপমান বুকে,
অন্ধকার বন-পথ—বিরহিনী একা—
বঁধু তারে চাপি বুকে চুমে চোখে মুখে।
ছন্দ শরে দাগিয়াছে রভসের রেখা,
মদনের কবি রাখি মাধবে সমুখে।

বৈষ্ণব কবি

গগনে মেদুর মেঘ, ঘন গরজন,
বাতাসের বুকে দেয়া ঝরে ঝর্ ঝর্,
বঁধু আসে অভিসারে—সজল শাঙন,
পড়ে পদ—ভূমে নহে, বুকের উপর !
বঁধু আসে অভিসারে—গভীর আঁধার,
অধর উঠেছে ভরি কানায় কানায়,
বিদ্যুৎ আঁকিয়া যায় বাঁকা তরবার,
তারি ঘা'য়ে রেখা পড়ে হৃদয়ের গায় !
কেতকী শিহরি' ওঠে ঘন বন-পথে,
বঁধু আসে অভিসারে—উতলা পবন,
বিবশ বসন্ত ফুটে' লোটে মনোরথে,
মনোবায় উড়ে যায় বুকের বসন !
বৈষ্ণবের গান আঁকে বিশ্বের পরতে,
যৌবনের তুলি দিয়া বিরহ-মিলন।

শ্রাবণের মেঘ

ওরে তোরা ঘরে কে আছিস্ বসে', বাহিরে আসিয়া
দেখে যা,
শ্রাবণ মেঘের ঘন নীল লেখা চোখে মুখে বুকে
মেখে যা।
বাতাসের রোল তোলে কল্লোল মেঘের গভীর অতলে—
দিশেহারা ঐ বাতাসেরি বুকে বুকের আবেগ রেখে যা!

যার যাহা আছে সেরা সাজ আজ তাই পরে' আয় বাহিরে,
ঐ ঘন ঘন দুরু দুরু মেঘ গুরু গুরু ওঠে গাহিরে।
ধানের আঁচলে উলসিয়া দোলে তরুণ রূপের মাধুরী—
নবীন মেঘের মাঝখানে আজ জড়তার ঠাঁই নাহিরে।

ছ্যাখ্ চঞ্চল দোলে অঞ্চল অসম্বৃতার জঘনে,
দোলায় আজিকে দে দোল্ দে দোল্—হৃদয়
দুলিছে সঘনে।
সবুজ ঘাসের দীর্ঘশ্বাসের গন্ধ ঝরিছে বাতাসে—
ভরপূর আজ ভূতল ভুবন—ফাঁক নাই সারা গগনে।

শ্রাবণের মেঘ

আজ কাজরীর কাজল আঁচলে কে তুলেছে গড়ে' আঙিয়া,
আকাশের পায় নীলের সাগর ঢেউয়ে ঢেউয়ে পড়ে ভাঙিয়া।
তার পরণের জরি বসনের পাড়ে পাড়ে ঝলে বিজলী—
কে রহিবে ঘরে রভসে যখন হৃদয় উঠেছে রাঙিয়া !

ঐ ঝর্ ঝর্ ঝরিছে বাদর, দিকে দিকে ভরা কুয়াশা,
ওরে তোরা কেহ করিস্‌নে এর মায়া মথিবার দুরাশা।
যবনিকা তলে যে কাহিনী চলে, গোপন হ'য়েই থাক্ সে-
মেঘ-উৎসব সে যে অজানার মহারহস্য—হুতাশা !

দ্বিধা-বিতর্ক ছুঁড়ে' ফ্যাল্ দূরে, কাজ নাই আজ বিচারে,
ঐ থই থই ধারার পাথারে বিছায়ে দে হিয়া বিছারে।
ময়ূরের পাখে কি নাচন জাগে—ইন্দ্রধনুর চাঁদোয়া !—
আজিকার দিন নহে—নহে হীন—বৃথা নহে—
নহে মিছারে।

ওরে তোরা আয়, রূপের লেখায় মনের ফলক এঁকে নে,
নব ঘন কেশ, শ্যামল আঁচল নয়ন ভরিয়া দেখে নে।
ধরার এমন নব যৌবন মেঘ ছাড়া কেবা দেখেছে ?—
হৃদয়ে-বাহিরে, দেহে-মনে এর মদিরার ফেনা মেখে নে।

পরিচিতা

তোমায় আমি চিনি ওগো,
তোমায় আমি চিনি,
অজানা নয় তোমার পায়ের
নূপুর রিনি-ঝিনি।
সাঁ সাঁ করে' ছুট্‌ছে ঘোড়া,
হা হা করে' বায়ু,
ঘোড়ার পিঠে রাজার কুমার
অবশ বুকে স্নায়ু।
বন্‌-বনিয়ে ঘুর্‌ছে মাথা—
তেপান্তরের মাঠে
ঘনায় রাত্রি,—একলা সোয়ার
আর কেহ নাই বাটে।
পিয়াসে তার ফাট্‌ছে ছাতি,
কাঁপ্‌ছে শ্লথ পাণি,
থেকে থেকে পড়্‌ছে মনে
বাড়ীর স্নেহখানি।

পরিচিতা

হঠাৎ এ কি চোখের আগে
এ কার মায়া-কাঠি
ফুটিয়ে দিল রাজার বাড়ীর
সাত-মহলাটি !
দ্বারে নাইকো দ্বারী কেহ,
নাইকো চলা-ফেরা,
সব দেশটা যেন কিসের
যাদুর জালে ঘেরা।
সোনার খাটে সোনার ছবি—
একটি শুধু নারী,
সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি
দুই পাশেতে তারি।

তোমায় আমি চিনি ওগো,
তোমায় আমি জানি,
সেই একটি নারী তুমি
রাজ-কুমারের রাণী।

পরিচিতা

তোমায় আমি চিনি ওগো,
তোমায় আমি চিনি,
অজানা নয় তোমার হাতের
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী ।
অরাজকের রাজ্য হ'তে
ছুট্‌ছে ঝড়ো-বায়,
দণ্ডখানি ধূলোর মাঝে,
মুকুট লোটে পায়,
বিচার ঘরে নাইকো বিচার,
মুখে নাইকো হাসি,
কাজের পরে উঠ্‌ছে বেড়ে
অকাজ রাশি রাশি ।
নুয়ে'-পড়া মন্ত্রী-মশাই
পড়েছে আরো নুয়ে',
সেনাপতির তরবারি
লুটায় ভূঁয়ে ভূঁয়ে ।

পরিচিতা

খালি পড়ে' সিংহাসন
হাজার মণি-জ্বালা,
লক্ষ আলোয় রাজার সভা
হয়নি আজি আলা।
রাজার হাতী পাগ্‌লা ক্ষ্যাপা
ছুটছে মাঠে পথে,
একটি রাজা—একটি রাণী
পায় না কোনোমতে ?
রূপ-সায়রে অঙ্গ মেজে
আস্‌লে তুমি নারী—
হাতী তোমায় তুলে' নিল
হাওদা-পরে তারি।

তোমায় আমি চিনি ওগো
তোমায় আমি জানি,
হাতীর পিঠের নারী তুমি
অরাজ-দেশের রাণী।

পরিচিতা

তোমায় আমি চিনি ওগো,
তোমায় আমি চিনি,
অজানা নয় তোমার প্রাণের
সুরের ঝিন্ ঝিনি।
আদি-কালের ভোর হ'তে সে
কতই খোঁজা-খুঁজি,
ছোট বড় কতই রাজ্য,
কতই গলি-ঘুঁজি,
সাত সমুদ্র তের নদী—
ঝঞ্ঝা-ধারা কত,
মাথার পরে পেরিয়ে গেছে
বিপদ শত শত।
মনের মাঝে নাই সোয়াস্তি,
হাসি নাইকো মুখে,
একটি কে যে তারই লাগি
শোণিত নাচে বুকে

পরিচিতা

মুক্তি সে তো চায় না হিয়া,
বাঁধন সে যে চায়,
বাঁধার মত একটি বাঁধন—
কোথায় তারে পায় ?
চোখের আগে মনের আগে
হঠাৎ এ কার মায়া,
জন্ম-যুগের ধ্যানের ধনের
স্বপ্ন-ঘেরা কায়া !
সকল থেকে তফাৎ-করা
একটি সে যে নারী,
জীয়ন-কাঠি মারণ-কাঠি
দুই পাশেতে তারি ।

তোমায় আমি চিনি ওগো,
তোমায় আমি জানি,
ধ্যানের ধনের মূর্ত্তি তুমি,
চিত্ত-মাঝের রাণী !

খেয়াল

পতির খড়মে সতী করিছে প্রণাম,
ছেলে কহে, "কি করিলি, আরে রাম রাম !
ও যে মাটি-ভরা কাঠ, থাকে পা'র কাছে।"
মা কহিল, "বাবা তোর ওরি মাঝে আছে।"
"গালি দিলি," ছেলে কেঁদে কহে মহা রাগে,
"আমার বাবারে তুই—আসুক সে আগে।"
এল বাবা, মা'র কীর্ত্তি ছেলে কহে সব ;
হর্ষ-মৌন মুগ্ধ পিতা, নির্ব্বাক নীরব
লজ্জিতা লক্ষ্মীর মূর্ত্তি তুলে' নিল বুকে,
চুমায় চুমায় তারে ঢেকে দিল সুখে ।
হতবুদ্ধি ছেলে ভাবে—মা দিয়েছে গা'ল,
বাবা তারে চুমো খায়—কেমন খেয়াল !

চিঠি

আমায় কেন লিখ্‌ছ নাকো চিঠি,
বল তো আমি থাকি কেমন করে' ?
বুকের ব্যথা—বুঝ্‌তে যদি সেটি,
এমন করে' রইতে না তো সরে' !
যে দিকে চাই কেবল ফাঁকা লাগে,
কাজের মাঝে পাইনে আমি দিশা,
এক মিনিটের কাজ ছিল যা আগে,
আজ তাহাতে কাটছে দিবা নিশা।
দু'টি ছতর লেখ—আমায় লেখ,
আজ্‌কে আমি হয়েছি কি যে দেখ !

বায়ু ব'য়ে আস্‌ছে হু হু হু হু,
হা হা করে' উঠ্‌ছে আমার প্রাণ,
দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে কুহু,
আমার কাছেই মিথ্যে যে তার গান
সারা দিনটে কাটে কিসের টানে,
কি যে ভাবি নিজেই নাহি বুঝি,

চিঠি

এখন যার জলের মত মানে,
একটু বাদে অর্থ তারই খুঁজি !
একটি চিঠি—ছোট্ট ক'টি কথা,
তারই লাগি এমন কৃপণতা !

কত কি যে ভাবনা এসে পড়ে,
অমঙ্গল ফেল্‌ছে ছায়া কত,
দেহ আমার উঠ্‌ছে কাঁপি ডরে,
ঝড়ের আগে স্তব্ধ পাখীর মত।
তোমার কিছু হ'য়েই যদি থাকে—
সে ব্যথা মোর কেমন করে' সবে ?
না—না আমি ভাব্‌তে নারি তা যে—
তোমার খবর কে আজ মোরে ক'বে ?
চিঠির লাগি সইতে হবে এত,
আজের আগে ভাবিনি কভু সে তো !

সে দিনের সেই মোদের ছাড়াছাড়ি—
আজিও আমি—আজিও ভুলি নাই,

চিঠি

হাত দু'টোরে বুকের পরে কাড়ি,
বলে' এলাম অনেক চিঠি চাই।
চোখের কোঠা ছাপিয়ে এল জলে,
কেঁদে তুমি বল্লে যে তাই হবে,
বুকের ব্যথা ফুট্‌ল আঁখি-তলে,
নিঠুর তুমি আজ কেন গো তবে ?
চোখের পাতা ফেল্‌তে পেতে ভয়,
সেই তোমারি এ কোন্ পরিচয় ?

সাতটি দিন আছি চিঠির আশায়,
সাতটি যুগ হচ্ছে আমার মনে,
সইছি যা তার ভাষা নাইকো ভাষায়-
অভিমান জাগ্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে।
তুমিও আজ গিয়েছ মোরে ভুলে'—
এমনতর কেমন করে' হ'ল ?
হৃদয় আমার উঠ্‌ছে ফুলে' দুলে'
কেমন করে' রয়েছ তুমি বল ?

চিঠি

আমার বুকের ধড়্‌ফড়ানির সুর,
পোঁছে না কি তোমার অত দূর ?

বন্ধুরা আজ আমায় চেয়ে হাসে,
বলে চিঠি—হায়রে ক্ষ্যাপা হায়—
দু'দিন যদি দেরী করে'ই আসে
তাতে এমন কি-ই বা আসে যায় ?
শুনে আমি মরে' যাই যে লাজে,
আবার ভাবি এই বা কেমন ধারা ?
এরা কি হায় পায় না চিঠির মাঝে
আপন জনের—প্রিয় জনের সাড়া ?
চিঠির আখর আমার আঁখি তলে—
সে যে তোমার হাসির মতই জ্বলে !

চিঠি তোমার—মিথ্যে সেতো নয়,
নয় সে কালীর হরপ দিয়ে গড়া,
তোমার মতই কথাও সে যে কয়,
মূর্ত্তি নিয়ে দেয় সে মোরে ধরা !

চিঠি

যে কথাটা জাগ্‌ছে তোমার মনে,
চুমোর যে ফুল ফুট্‌ছে তোমার মুখে,
চিঠির কাগজ বাঁধ্‌লে আলিঙ্গনে,
ধারার মত ঝরে আমার বুকে।
মন-অতলে—তোমার যাহা নাই
চিঠির লেখায় দেয় যে ধরা তাই!

কেমন হ'য়ে গিয়েছি যেন আজ,
জলে জলে উঠ্‌ছে ভরে' আঁখি,
কাজের মাঝে হঠাৎ ভুলে' কাজ,
অন্য মনে কোথায় চেয়ে থাকি!
আমায় কেন লিখ্‌ছ নাকো চিঠি,
বলতো আমি থাকি কেমন করে'?
বুকের ব্যথা বুঝ্‌তে যদি সেটি,
এমন ক'রে রইতে না তো সরে'।
একটি ছত্র লেখ—আমায় লেখ,
আজকে আমি হয়েছি কি যে দেখ!

পতিব্রতা

ঝিঁঝিঁর কাঁদন থেমে আসে যবে, হিম হ'য়ে আসে বায়ু,
ক্ষীণ হ'য়ে আসে তারকার বুকে আলোকের পরমায়ু,
পূবের আকাশ ঠায় বসে' যবে তিমিরের আঁচ্‌লায়,
মৃদু আলো দিয়ে সরু পাড়খানি ধীরে ধীরে বুনে' যায়,
গাঢ় ঘুম-ভাঙা সুস্থ শরীরে ছাৎ করে' জেগে উঠি,
চোখে জল দিয়ে, গোয়ালের পানে তাড়াতাড়ি করে' ছুটি।
গোরু বা'র করে', গোবর ছড়ায়ে, দিয়ে থুয়ে ঘাস-জল,
ঘরে ফিরে দেখি, রাঙা হ'য়ে তবু ওঠে নাই নভতল।

অত ভোরে আমি কি করিয়া জাগি পোঁছে সবে
মোর কাছে—
আমি ভাবি শুধু, ভোরে না জাগিয়া মানুষ কি
করে' বাঁচে ?
ঘরে ফিরে দেখি, সবে জেগে 'ওরা' বসিয়া তুলিছে হাই,
ঘুম-ভাঙা চোখে জড়তার জের তখনও ভাঙে নাই।
কল্‌কি সাজায়ে, হুঁকাটি ফিরায়ে, তামাক ধরায়ে ফুঁয়ে,
হাতে দিই যবে, হাসির জোছনা নুয়ে' যেন পড়ে ভূঁয়ে।

পতিব্রতা

প্রভাতের দান—ভোরের হাসিটি, সকলের সেরা সুখ,
যতবার তাহা মনে পড়ে মোর—ভরে' পূরে' ওঠে বুক।

বসিবার পিঁড়ি, পা ধোয়ার জল, কয়লার গুঁড়ো আনি,
এমনি করিয়া সুরু হ'য়ে যায় দিবসের সেবাখানি।
আলো-ঝিকি-মিকি সূর্য্য ঠাকুর যখন গগনে নামে,
ভোরের ভ্রমর সহসা জাগিয়া ফুলের অধরে থামে—
ছেঁড়া ছাতাটারে ঘুরায়ে ফিরায়ে কভু ডা'নে, কভু বাঁয়ে—
এলো-মেলো আ'ল ভাঙি দুই ধারে মিশে যায়
ভিন্-গাঁয়ে।
রোয়াকে দাঁড়ায়ে উন্মনা, পথে কিছুকাল চেয়ে থাকি,
চমকিয়া লাজে গৃহ-কাজ মাঝে জেগে শেষে
পড়ে আঁখি।

বাসি আঙিনায় ঝাঁট দেই সুখে, তুলে' ফেলি ছাই-গাদা,
নুড়িতে করিয়া ধুয়ে' মুছে' ফেলি উঠানের ধূলো-কাদা,
বিছানাখানিরে পাট করে' রাখি, শপটি ভাঁজায়ে তুলি,
রায়ের পুকুরটি পাড়ে নিয়ে যাই এটো ঘটি বাটিগুলি,

পতিব্রতা

সেইখানে শেষে স্নান করি শেষ, ভরা ঘট কাঁখে ল'য়ে
বাড়ী ফিরে আসি, দেড়প'র বেলা ধীরে ধীরে যায় ব'য়ে।
দুপুরের আগে রাঁধা-বাড়া যত সব সারা করে' আনি,
সব কাজ মোর ভরে' তোলে তার ভোরের সে
হাসি খানি !

গোড়াকার রোদ মাথার উপরে ঘন হ'য়ে জেগে ওঠে,
তেতে ওঠে মাটি, বাতাসের বেগে আগুনের
জ্বালা ছোটে।
তার চেয়ে বেশী মনের আগুন—আমি তারে ঢেকে রাখি,
দগ্ধ পথের প্রান্ত চাহিয়া ঠিকরিয়া পড়ে আঁখি।
দোরে না দাঁড়াতে দু'টি হাতে ধরে' ঘরে তারে আসি নিয়ে,
রোয়াকে বসাই, মুছে দিই মুখ আঁচলের আগা দিয়ে।
ঘামটি শুকায়ে, তেলটুকু মেখে, হাতে দিয়ে গামছাটি—
মনে মনে ভাবি—হই নাই কেন ঘাটের পথের মাটি !

ডাল-শাক-পাতা যা জোটে যে দিন, যতনে খাওয়াই তারে,
শপটি বিছায়ে ছায়া করে' দিই রোয়াকের পূব ধারে।

পতিব্রতা

"ওগো খেতে যাও—গড়ে' গেছে বেলা—হাওয়া আর
লাগিবে না।"
"ঘুমোও গো তুমি—মিছে কেন বকো?"—"ঘুম সেকি
মোর কেনা?"
অ-কেনা ঘুমেরে কিনে দিয়ে তারে, মুখে দু'টো
গুঁজি সুখে,
দিবসের যত কাজের মাঝারে পুনরায় পড়ি ঝুঁকে।
ধান সে শুকায়ে ভেনে আনি তারে, ডা'ল ভাঙি,
চা'ল ঝাড়ি—
পূবের তপন পছিমের গায় ডুবে যায় তাড়াতাড়ি।

আপনার হাতে সাঁঝের প্রদীপ সাঁঝ হ'তে জ্বালি ঘরে,
জীবনের পথ আলো হ'য়ে যাক্ লক্ষ্মী মায়ের বরে।
রাত আধ-প'র পার নাই হ'তে খাওয়া দাওয়া করি সায়,
শ্রম-সকাতর গতরখানিরে ঢেলে দিই বিছানায়।
শুতে না-ই শুতে কি যে ঘুম ঘোরে মুদে' আসে
আঁখি পাতা,
কোথা দিয়ে রাত পার হ'য়ে যায় কোনোমতে
বুঝিনে তা।

পতিব্রতা

দু'টি বাহু—দু'টি স্বর্গের মাঝে এই রূপে থাকি মরে',
ভোরের হাসিটি স্বপনেতে শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়ে !

গ্রীষ্ম দিনের কাঠ-ফাটা রোদ বেশ মোর গায়ে সয়,
পউষ-শীতের হুম্‌কুড়ি দেখে কখনো করিনে ভয়।
শাওনের দেয়া ঘন চরকায় জিরি জিরি ঝর্ ঝর্
বোনে উপবাস—ভয়ে সারা ধরা, মোর শুধু নাহি ডর।
দিনে খেটে, রেতে নিঝুম ঘুমায়ে, মোটা খেয়ে
মোটা পরে',
দিনগুলো মোর নেমে যায় সুখে ঝর্-ঝরে খর্-খরে।
সবল নিটোল নীরোগ শরীর, স্বামী মোরে ভালোবাসে,
সকলের সেরা ভোরের হাসিটি সব কাজে ভেসে আসে !

পতিব্রতা

"ওগো খেতে যাও—গড়ে' গেছে বেলা—হাওয়া আর
লাগিবে না।"
"ঘুমোও গো তুমি—মিছে কেন বকো ?"—"ঘুম সেকি
মোর কেনা ?"
অ-কেনা ঘুমেরে কিনে দিয়ে তারে, মুখে দু'টো
গুঁজি সুখে,
দিবসের যত কাজের মাঝারে পুনরায় পড়ি ঝুঁকে।
ধান সে শুকায়ে ভেনে আনি তারে, ডা'ল ভাঙি,
চা'ল ঝাড়ি—
পূবের তপন পছিমের গায় ডুবে যায় তাড়াতাড়ি।

আপনার হাতে সাঁঝের প্রদীপ সাঁঝ হ'তে জ্বালি ঘরে,
জীবনের পথ আলো হ'য়ে যাক্ লক্ষ্মী মায়ের বরে।
রাত আধ-প'র পার নাই হ'তে খাওয়া দাওয়া করি সায়,
শ্রম-সকাতর গতরখানিরে ঢেলে দিই বিছানায়।
শুতে না-ই শুতে কি যে ঘুম ঘোরে মুদে' আসে
আঁখি পাতা,
কোথা দিয়ে রাত পার হ'য়ে যায় কোনোমতে
বুঝিনে তা।

পতিব্রতা

দু'টি বাহু—দু'টি স্বর্গের মাঝে এই রূপে থাকি মরে',
ভোরের হাসিটি স্বপনেতে শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়ে!

গ্রীষ্ম দিনের কাঠ-ফাটা রোদ বেশ মোর গায়ে সয়,
পউষ-শীতের হুম্‌কুড়ি দেখে কখনো করিনে ভয়।
শাওনের দেয়া ঘন চরকায় জিরি জিরি ঝর্ ঝর্
বোনে উপবাস—ভয়ে সারা ধরা, মোর শুধু নাহি ডর।
দিনে খেটে, রেতে নিঝুম ঘুমায়ে, মোটা খেয়ে
মোটা পরে',
দিনগুলো মোর নেমে যায় সুখে ঝর্-ঝরে খর্-খরে।
সবল নিটোল নীরোগ শরীর, স্বামী মোরে ভালোবাসে,
সকলের সেরা ভোরের হাসিটি সব কাজে ভেসে আসে!

সিন্ধুর মাতৃত্ব

অনন্ত বিপুল সিন্ধু চলোর্ম্মি-মুখর
কল্লোলিয়া লুটিতেছে অনন্ত বেলায়,
হিল্লোলে হিল্লোলে ওঠে একাগ্র সুন্দর
ফেন-পুষ্প-পূত অর্ঘ্য দেবতার পায়।
দীর্ণ বক্ষ-বন্ধ টুটি ফোটে' আর্ত্তনাদ,
কহে—দেহ ফিরাইয়া অভাগীর ধন,
সমুদ্র মন্থন এ তো নহে বিশ্বনাথ,
হায় এ যে জননীর অন্তর মন্থন !—
উন্মাদিনী বিবসনা ঊর্ম্মি-বাহু তুলি,
তনয়ে কাড়িতে চাহে হৃদয়ে কৌতুকে ;
নিষ্ফল আবেগ শুধু দিগন্ত আকুলি'
আপনি ফিরিয়া আসে আপনার বুকে।
ঊর্দ্ধে গৃহ-হারা চন্দ্র পলক-বিহীন—
আর্ত্ত মাতৃ-অঙ্ক চাহি আড়ষ্ট—তুহিন।

নদীর প্রতি সিন্ধু

আয় ওরে ব্যথাতুর, ওরে গৃহ-হারা,
উপল-আহত-গতি তাপ-তপ্ত ধারা,
আমার অগাধ বুকে—অন্তরের মাঝে,
যেখানে সকল রাগে, সব ছন্দে বাজে,
সবার বেদনা-গীতি সমবেদনায়,
নিভৃত মুখর সেই বক্ষ মাঝে আয়।
যেথা হ'তে যত কিছু এনেছিস্ বয়ে'
যত দৈন্য, যত ক্লান্তি,—গর্ব্ব-ভরে সয়ে
মানবের যত গ্লানি, পশুর লাঞ্ছনা,
অভিশপ্ত ধরণীর যত আবর্জ্জনা,
সমস্ত নামায়ে রাখ্ নীরবে নির্ভয়ে
আমার বুকের পাশে নির্জ্জন নিলয়ে।
তারপর গ্লানি-মুক্ত ঊর্দ্ধে যাও চলে',
সূর্য্যালোকে বিধাতার সিংহাসন তলে!

সন্ধ্যায়

আকাশের গায় কুঙ্কুম ভেঙে ছড়িয়ে দিয়েছে কে,
আজ সন্ধ্যায় যা দেখিনু তাহা দেখিনি জীবনে যে !
কূলে কূলে ভরা গঙ্গার ভাল,
মেঘের চুমোয় আজি লালে লাল,
ময়দানবের মায়ার মাধুরী আকাশে ভেরেছে রে,
কুঙ্কুম ভেঙে সন্ধ্যার গায় ছুঁড়িয়া মেরেছে কে ?

ও কাহার পা'র আল্‌তার ধার জলে ঐ পড়ে গলে'
অথির বিজুরী থির হ'য়ে হোথা নাহিতে নেমেছে জলে।
ফেনে ফেনে ফোলা মদিরার ধারা,
লহরীর দলে নাচে দিশেহারা,
রূপের মাতাল কূলে কূলে তার কল্‌-কলে ছল্‌-ছলে,
মনের স্বপ্ন মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটেছে জলে স্থলে !

স্বেচ্ছায় আজি পথ-হারা পাখী—সোনা ঝরে গায়ে তার,
রঙের পাথারে ঢেউ তোলে তার কণ্ঠের ঝঙ্কার।

সন্ধ্যায়

গাছের মাথায়, চমকিয়া দিক
চক্‌মকি ঠোকে হাসির ঝিলিক,
মণির খনিটে খুলেছে তাহার গোপন মর্ম্ম-দ্বার,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে মুক্ত আজিকে কুবেরের ভাণ্ডার।

ছোট নাও খানি ঐ আসে পারে—আলো জ্বলে
তার পালে,
দাঁড়েরে ঘেরিয়া হীরের চূর্ণ চুমার চুম্‌কি জ্বালে।
এ পারের পানে ওপারের ভাষা,
জল-কাটা পথে করে যাওয়া-আসা,
তরী দোলে সুখে বিরহী বুকের বেদনার তালে তালে—
বিরহের ছায়া বিছায়েছে মায়া আজি এ সন্ধ্যা-ভালে।

আকাশে জেগেছে রূপের জোয়ার—ধরায় দিয়েছে ধরা,
বে-হুস নৃত্যে সুধার কলস ভাঙিয়াছে অপ্সরা!
মেঘ হ'তে ঐ হানে পিচ্‌কারী,
চোখে মুখে বুকে স্বর্গের নারী,
তালে তালে তালে বাজে তাহাদের বেতাল সপ্তস্বরা;
আজি সন্ধ্যায় রূপের জোয়ার ধরায় দিয়েছে ধরা।

সন্ধ্যায়

আজি সন্ধ্যায় মত্ত লীলায় আকাশে পরীর দল,
তাদেরি শাড়ীর জরি পাড় ঐ মেঘ-শিরে ঝল-মল।
মদের মতন গাঢ় এ পুলক,
ভুলায়ে দিয়েছে সব দুখ্ শোক,—
আলোর ভেলারে দোলা দিয়ে দোলে মেঘ-পাথারের জল।
নীল সাগরের দীপে দীপে আজ উজল নভস্তল।

কবে গঙ্গার রজত ঝর্ণা ঝরেছিল ধরা বুকে,
দেখিনি কি শোভা সাড়া দিয়াছিল সেদিন সে ধারা মুখে।
আজ দেখিতেছি শুধু আঁখি ভরে'
সোনার গঙ্গা ধারে ধারে ঝরে,
অই থই থই—অগাধ—অবাধ—ঝরিয়া নামিছে সুখে—
চোখে দেখি আর মূক হ'য়ে থাকি—বিস্ময়ে—কৌতুকে।

মাঠের গান

ঐ যেখানে নীলের মাঝে সুরের হাওয়া সন্তরে,
সবুজ ঘাসে পুষ্প ফোটে মৌমাছিদের মন্তরে—
বিলিয়ে দে তোর মন্-প্রাণে,
রস-ধারার চির তরুণ সেই মাধুরীর মাঝ্খানে !

মাঠের মাঝে ঐ খানেতে আনন্দেরি সঙ্গীতে,
বেণুর রবে ধেনু চরে রাখালদেরি ইঙ্গিতে।
ধেনুর সাথে চরে' বেড়ায় নিত্য গো,
ঐ খানেতেই চির-রাখাল সুন্দরেরি চিত্ত গো।

ঐ খানেতেই পাখী ওঠে খোস্-খেয়ালে গুণ্গুণি,
নদীর ধারা ছুটে' চলে কলতানের জাল বুনি।
মৌন মেঘের অঞ্চলে,
আলোর মালা খোলা হাওয়ার হিন্দোলাতে সঞ্চলে

মাঠের গান

পরিশ্রমের আনন্দেরে মূর্ত্তি দিয়ে বাঞ্ছিত,
প্রাণের বেগে গাহে হোথায় কৃষক চির লাঞ্ছিত।
আপন মনে দেয় ধরা,
সেই গানেরি মূর্চ্ছনাতে সফলতার অপ্সরা।

ওরে ক্ষ্যাপা, ওরে পাগল, রসের মাতাল আন্‌মনা,
ঐ মাঠেরি মিঠে সুরে প্রাণের দু'টো গান শোনা।
ভুল যদিই হয় ছন্দরে,
তবুও তাতে রবেই প্রাণের প্রচুরতার স্পন্দরে।

দ্বিধান্বিত

ভুলহীন, ওরে দ্বিধা-লীন,
টিপে টিপে এত চলিলি যে পথ—
কত সুখে তোর গেল দিন ?
পথ শেষ যেথা, হয়তো রে সেথা
শুধু তাই আছে—শুধু তাই,
চলিতে চলিতে পেরেছ যা নিতে,
বেশী নাই—তার বেশী নাই।
যদি মাপা পড়ে তবে হয়তো রে,
সুখের দুখের তুলনায়,
সুখ হ'তে তার বেদনারি ভার
ভারি হবে—হবে বেশী হায় !

কেন মিছে তবে বাঁধা-গতি ?
লাগামখানিরে ছেড়ে দে বারেক—
হবে না—হবে না কোনো ক্ষতি।
যদি ভুলে' যাস্ পথের আভাস,
ঘনাইয়া যদি আসে ঘোর,

দ্বিধান্বিত

পথের মাঝারে মিলে যেতে পারে
দুই-চারি ফোঁটা আঁখি-লোর।
সে ফোঁটার মাঝে মিশে আছে লাজে
হয়তো রে কত মধু হাসি,
হয়তো রে আছে সে ফোঁটার মাঝে
অরুণ কিরণ রাশি রাশি।

* * * *

যেথা হবি থির হয়তো সমীর
সেখানে মদির মধুময়,
ফুলের অধরে সুধা হাসি ভরে
সুরভি সে করে অভিনয়।
হয়তো সেথায় পথ-ভোলা বায়
ছেয়ে আছে বন উপবন,
হয়তো রে হয় সেথা পরিচয়
গানে আর প্রাণে অনুখণ।

দ্বিধান্বিত

মিছে কেন তোর কাতরতা ?
মুক্তির মাঝে যত সুখ আছে,
বাঁধনে সে নাই জানা কথা !
উষার আকাশে, উদার বাতাসে,
অসীমের মাঝে উড়ে চলা—
মাপা সুখ ভার— কাছে লাগে তার ?
—মিছে কেন তবে মন-ছলা ?
ভুল যদি হয়, ভয়—নাই ভয়,
ভুলের পথের কাছে কাছে,
নবীন তরুণ কান্ত করুণ
অরুণ অধর আছে—আছে !

* * * *

অথই, গভীর পাথার নিকিড়—
মেঘের মতন ভেসে চল্,
শীত বায়ু জাগে যদি আঁখি আগে,
খানিকটা ঝরে' যাবে জল।

দ্বিধান্বিত

জল-ভার-হারা জলদের পারা
উড়ে যেতে যদি থেমে যাস্,
চমকি' নিমেষে দেখিবি রে হেসে
জড়ে' গেছে গলে বাহু-ফাঁস্!

ভয়ে-ভরা ওরে দ্বিধা-টুক,
বোঝা-পড়া মাঝে এত মধু আছে—
আছে কিরে তায় এত সুখ?
বাঁধা তার ঘাট, সোজা তার বাট,
হাসা-কাঁদা তার জানাশোনা,
সহসা সুখের, অজানা দুখের
নাহি তো সেখানে আনাগোনা।
অসীমের বুকে, অগাধের মুখে,
চল্ তবে ছিঁড়ে দ্বিধা-পাশ,
ভুল পথ মাঝে হয়তো রে আছে,
হতভাগা, তুই যারে চাস্!

শীতের দিনের গান

সূর্য্য ঠাকুর, সূর্য্য ঠাকুর, কোথায় তোমার ঘর ?
সাত সমুদ্র, তের নদী, তেপান্তরের পর ?
অন্ধকারের মাঠের শেষে, আলোর আবর্ত্তে ?
ময়দানবের মরীচিকা—মায়ার রাজত্বে ?
নিত্যি কোথাও যাও ? মুখটি তুলে চাও,
বেশী না হোক্ একটি রেখা—একটি রেখা দাও !
বেশী না হোক্ একটি রেখা—একটি রেখা দাও,
আজ্‌কে এই শীতের ভোরে মুখটি তুলে চাও।
কৃপণ তুমি নয় তা জানি, দরাজ তোমার হাত,
দরাজ হাতে বিকাও তুমি হাজার আশীর্ব্বাদ।
দুখের নসিব গরীব মোরাই পড়্‌ব শুধু বাদ !

ততটুকুই নেবো মোরা, যতটুকুন্ দেবে,
বেশী ক'রে চাইব নাকো—কেউ বেশী না নেবে।
কম হোক্ কি বেশীই হোক্, শীতের ভোরের বেলা
যাহা কিছু দেবে তারেও কর্‌ব নাকো হেলা।
মেয়েরা সব জড় হবে অন্দরের ছাতে,
পুরুষেরা দৌড়ে যাবে বাহির আঙিনাতে।

শীতের দিনের গান

মিথ্যে যদি বলি—না হয় যেয়ো চলি,
না হয় তুমি আগুন সম রেগেই উ'ঠো জ্বলি।
থর্-থরিয়ে থর্-থরিয়ে কাঁপ্‌ছে আমার গাও,
সূর্য্য ঠাকুর, সোনার ঠাকুর, মুখটি তুলে চাও।
কুজ্‌টিকার ধূসর ধেঁায়া তফাৎ করে' দিয়া,
দুর্ব্বাদলের বুকের মাঝের বাষ্পরে শুষিয়া,
এস তুমি হাওয়া ঘোড়ায় বল্লাটি কষিয়া!

সূর্য্য ঠাকুর, সূর্য্য ঠাকুর, কোথায় তোমার ঘর?
সেকি সেই মগ-মুলুকের পাহাড়গুলোর পর?
স্ফূর্ত্তি—শুধু স্ফূর্ত্তি সেথায়—আলো আর আলোক?
কাজের মাঝেও ঝরে সেথায় স্বপ্ন-পাখীর পালক?
ভরা বুঝি সবি সেথায় গন্ধে এবং গানে?—
জলেও নহে, স্থলেও নহে, মেঘের মধ্যখানে
কোথায় তুমি থাকো? পা-ই বা কোথায় রাখো?
ভীত তোমায় করে নাকো বজ্র-মেঘের ডাকও?
কন্-কনিয়ে আস্‌ছে ছুটে পৌষ মাসের বাও,
সূর্য্য ঠাকুর, করুণ ঠাকুর, মুখটি তুলে চাও।

শীতের দিনের গান

মস্ত বড় রাজা তুমি, মস্ত বড় লোক,
হাজার ঘোড়ার রথটি তোমার লক্ষ ঘোড়ার হোক্,
বারেক শুধু মোদের পরে পড়ুক্ তোমার চোখ্ !

একশ' মাণিক জ্বালা তোমার সোনার টোপরে,
ঝল্‌-ঝলিয়ে উঠ্‌ছে হীরা পায়ের উপরে।
শর্ষে খেতের উপর দিয়া বামন-বাড়ী ছাড়ি,
বাঁশের ঝাড়ে পিছন করে', এস মোদের বাড়ী।
তরুণ হাতে করুণ স্রোতের মাপ-কাঠিটি নিয়ে,
ঝর্ণা-ঝরা আলো তোমার উঠাও গো ফেনিয়ে।
জামা কিনে পরি, নাইকো কানাকড়ি,
জামার মত ছেয়ে ফেলো আলোর রথে চড়ি।
মাঘের শীতে কাঁপ্‌ছে দেহ কাঁপ্‌ছে আমার পাও,
সূর্য্য ঠাকুর, দয়ার ঠাকুর, মুখটি তুলে চাও।
তোমার চাকা সোনায় ঢাকা—আগুন দিয়ে ঘেরা,
সেগুন কাঠের আগুন সে যে—সব আগুনের সেরা!
রাত দুপুরেও খেলুক সেথা আলোর বালকেরা।

অতীতের স্মৃতি

সেদিন ভোরের আলোকের রেখা ছায়ার আঁধার তলে,
একটির পর নেয়ে যেতেছিল একটি সে কালো জলে।
স্নান-অবসানে সিক্ত বসন—তুমিও দাঁড়ালে আসি,
ঊষার আভাস চমকিয়া যেন দেখিল সে রূপরাশি।

সারা প্রান্তর স্তব্ধ নিঝুম, স্তব্ধ গগনতল,
ঢেউগুলি সেও তোমারে হেরিয়া ভুলে'ছিল কোলাহল।
দু' একটি পাখী ক্বচিৎ কখনো ঘুম-ঘোরে দিশাহারা,
ঝাপটিয়া পাখা, আলোড়িয়া শাখা দিতেছিল শুধু সাড়া।

বিস্তৃত দিক-চক্রের মাঝে হেথা আমি, তুমি হোথা,
তুমি আমি দু'টি—শুধু দু'টি প্রাণী—আর কেহ
নাহি কোথা !
একটিও কেহ কোথা নাহি আর চাহে তব মুখ পানে,
আমি একা শুধু কি যে দেখিলাম মোর মন তাঁহা জানে !

জল-ভারে ঋজু চিকুর চোয়ায়ে ঝরিতে ছিল সে বারি,
শিহরিতে ছিল চরণের তলে মুগ্ধা ধরার নাড়ী !

অতীতের স্মৃতি

ছোট একখানি আকাশ গলায়ে সজল মেঘের ভার—
ফোঁটে ফোঁটে যেন ঢেলে দিতেছিল বরষার বারিধার !

দূর হ'তে আমি দেখেছিনু তব অপরূপ রূপরাশি,
দেখেছিনু তব দেব-দুর্লভ অধরের মৃদু হাসি ।
সাদা মেঘখানি যেমন করিয়া বাতাসে মিলাতে চায়—
তেমনি করিয়া মিশে যেতে ছিল রূপ সে তোমারি গায় ।

আজি বাতাসের দুরু দুরু বুকে বিরহ উঠেছে জেগে,
ধারায় ধারায় মন জানা-জানি, কানা-কানি মেঘে মেঘে ।
ধবল পাখার পালক উড়ায়ে বলাকা দিয়েছে সাড়া,
চঞ্চুর সাথে চঞ্চু জড়ায়ে পাখীরা আত্মহারা ।

দূরে থেকে সে যে কত কাছে আজ—কাছে থেকে
কত দূর,—
ধরিতে পারি না, রূপে আর রসে তবু মন ভরপূর !
স্বপ্নের ছায়া কোথা মিশে গেছে—কোথা গেছে
তার মায়া,
অতীতের কথা মনে পড়ে' তবু শিহরিয়া ওঠে কায়া !

কালো মেঘ

প্রজাপতির পাখার মত
হাল্‌কা সাদা মেঘের পাড়া,
তারি মাঝে হারিয়ে গেল
আমার দু'টি নয়ন-তারা।
হারিয়ে গেল হৃদয় আমার,
হারিয়ে গেল চিত্ততল,—
রূপ-সায়রে ঢেউ তুলেছে
সাদা মেঘের পদ্মদল!

পাঠিয়ে দিনু ডাকের লিপি—
ওরে সাদা সফেদ মেঘ,
হাওয়া ঘোড়ার সোয়ার ওরে,
ওরে চপল নিরুদ্বেগ,
ও দেমাকী, খেয়াল-ভরা,
ওরে মোহন, নেত্রারাম,—
নামের পাথার উজাড় করে'
দিলেম তারে হাজার নাম।

কালো মেঘ

হঠাৎ হোথায় চেয়ে দেখি
আগুন-ঘেরা রূপের ছবি,
দিখিদিকে জ্বালিয়ে দিয়ে
প্রলয় হাসি হাস্‌ছে রবি,
মুস্‌ড়ে' গেছে বনের মাথা,
শস্যদলের শুষ্ক শির,
চম্‌কে উঠে রইনু চেয়ে—
চোখের কোলে জাগ্‌ল নীর !

এক নিমিষে পড়্‌ল মনে
কালো মেঘের মায়ার কথা,
তাহার অতল অশ্রু-সজল
বিকল ব্যথার বিহ্বলতা !
পড়্‌ল মনে—পরের তরে
নিঃশেষে তার নিজ্‌কে দান,
কালো মেঘ সে—বক্ষে তাহার
কি ব্যাথারি বজ্র-গান !

কালো মেঘ

করুণ কালো স্নিগ্ধ নব
হে মেঘ, তুমি কোন্‌খানে ?
বিশ্ব পুড়ে' ছাই যে হ'ল
দাঁড়াও তোমার আশ্‌মানে !
দাঁড়াও তোমার আকাশতলে
চোখে টানি স্বেদ্‌-কাজল,
দাও বিছিয়ে—দাও এলিয়ে
নীলাম্বরীর নীল আঁচল ।

এস শোভন, নেত্র-লোভন,
শীতল-করা হৃদয়-হরা,
সাদা মেঘের ভুল ভেঙেছে—
দগ্ধ ধরায় দাও গো ধরা !

অক্ষমতা

হাজারতর দোষ হয়েছে, বহু রকম ত্রুটি,
এবার আমায় মাপ করো মা, ধরি চরণ দু'টি।
শিষ্ট ছেলে নই মা তোমার, সুবোধ নহি মোটে,
কাজের বেলা তাই তো আমার হাজার বাধা জোটে।
ওমা আমার এম্‌নিতর বিবশ ভোলা মন,
সাম্‌নে যেতে পেছন টানে মিছের প্রয়োজন।
ভয়ে ভয়ে পায়ে তোমার ছুটে এলাম ওমা,
এবার আমায় মাপ করো গো, করো আমায় ক্ষমা।

তাও বলি মা, তোমার কোকিল এমন যদি ডাকে,
ফুলগুলো সব ফুটে' ওঠে পাতার ফাঁকে ফাঁকে,
ফাগুন হাওয়া দেয় যদি মা, মাঘের বায়ে সাড়া,
পঞ্চমীতে উছ্‌লে ওঠে জ্যোৎস্না-গাঙের ধারা,
স্বপ্ন যদি দৃষ্টিটারে আগ্‌লে বসে' রয়,
আপ্‌নারে মা, সাম্‌লে রাখা সহজ সেতো নয়!
আমার একার দোষ নহে তো আজের
সকল ত্রুটি,
এবার আমায় মাপ করো মা, ধরি চরণ দু'টি।

অক্ষমতা

ফুলের নেশা রঙিন হ'য়ে মাঠ ফেলেছে ছেয়ে,
চোখ যে আমার ফেরে না মা, মাঠের পানে চেয়ে।
ঐ দেখো মা, আমের গাছে আজ ধরেছে বোল,
আমের মুকুল বুকের মাঝে বাধায় বুঝি গোল!
বসন্তেরি বিভল ভাষা ঐ যে পথে ঘাটে,
হৃদয় আমার বিকালো এই প্রাণ-হারানোর হাটে।
পথ যদি মা, ভুলেই থাকি, নয় সে আমার দোষ,
এবার আমার মাপ করো মা,—করিস্ নে মা রোষ।

দণ্ড যদি দিস্ মা তবে আজ মানিনে ক্ষতি,
নজর আমার নাই কো মোটেই দুঃখ সুখের প্রতি
অনেক ক্ষতি হয়েছে মা, আরো অনেক হবে,
অনেক আশা জানি মা গো স্বপ্ন হয়ে'ই রবে।
জানি আমি, সাধ্য-মত দিইনি তোরে ফাঁকি,
তবু তোরে দেওয়ার মত অনেক আছে বাকী।
অভয় ও তোর পায়ের কাছে ছুটে এলাম ওমা,
এবার আমায় মাপ করো গো—করো আমায় ক্ষমা!

দুঃসাহস

রাতের নাচন শেষ করে' দিয়ে
অপ্সরী গেছে চলে',
লঘু চরণের মঞ্জীর তার
পড়ে আছে ধরাতলে।
উন্মাদ তারে তুলে নিয়ে কহে,
—মোর ঘা'য়ে বাজিবি না,
অয়ি নটিনীর নিপুণ পায়ের
মুখরা মুগ্ধা বীণা ?—

—মোরে তুলে নিবে নাকি ?-
লোভী পাগলের মুখ পানে চাহি
মঞ্জীর কহে ডাকি।

* * * * *

* * * * *

দুঃসাহস

ঘন ঘন ঘন কঠিন আঘাতে
মঞ্জীর ওঠে বাজি,
প্রতি শিঞ্জিতে পাগলের চিতে
এ কি উল্লাস আজি ?
বাহিরে জগতে কত উপহাস
গুমরিছে কত ঠাঁই,
ফিরে দেখিবারো অবকাশ তার
নাই আজ—নাই—নাই !

সে শুধু ভাবিছে মনে,—
প্রাণের কথাটি ফুটিবে কখন
নূপুরের নিক্বণে !

সূচী

সূচী

সূচী